দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ১

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট মারাত্মক সেশনজট ॥ সেমিস্টার শুরু না হওয়ার আশংকা

॥ রেজাউল করিম ও এনামুল হক, খুলনা অফিস ॥

শিক্ষক সংকটের কারণে দেশের একমাত্র রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মারাত্মক সেশনজটের কবলে পড়েছে। একই কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাও বার বার পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। ফলে চলতি সেমিস্টার যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশিদিন শিক্ষা ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার জন্য কর্তৃপক্ষ চিঠি দেয়া শুরু করেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি ডিসিপ্লিন এবং ৫টি স্কুল রয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। ইতিপূর্বে নানা কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় তা সাত মাসে গিয়ে পৌঁছায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গত ২০০৩ সাল থেকে এ সেশনজট কমিয়ে শূন্যের কোঠায় আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিগত কিছুকাল ধরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠে। ১৬টি ডিসিপ্লিনের জন্যে যেখানে অন্তত ৫শ' শিক্ষক দরকার, এখন সেখানে খাতা-কলমে শিক্ষক আছেন ২৭৪ জন। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় ১শ' জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে দেশে-বিদেশে রয়েছেন। শিক্ষার্থীরা জানায়, বর্তমানে ভালোভাবে পাঠদান করাতে প্রতিটি ডিসিপ্লিনে কম করে ৩০ জন শিক্ষক প্রয়োজন। এমন সংকটের মাঝেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোড়াতালি দিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

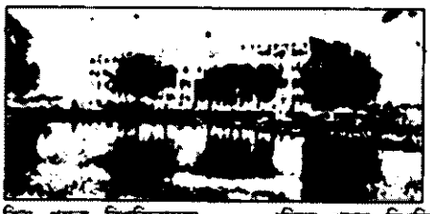

জানা গেছে, কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ৮ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১জন শিক্ষক কাজ করছেন। তাছাড়া একজন প্রফেসরের প্রতি সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা ক্লাস নেয়ার নিয়ম থাকলেও এখানে তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা থেকে ৩০ ঘণ্টা ক্লাস নিতে হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে ৮ জন, অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে ৩ জন, কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে ৭ জন শিক্ষককে দিয়ে ৫টি ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। সূত্র জানায়, কেবল সেশনজটই নয়, শিক্ষক সংকটের কারণে মাষ্টার্স ক্লাসে নতুন ব্যাচ ভর্তি নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের প্রধান জানান, এমনিতেই শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। নতুন ব্যাচ শুরু হলে সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দেবে।

এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিরাজিত সংকট কাটিয়ে উঠতে গত কয়েক মাস আগে ১১টি ডিসিপ্লিনের জন্য শূন্য ১১টি পদের বিপরীতে ৩৩ জন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আবেদনকারীদের দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের কাজও সম্পন্ন হয়। চূড়ান্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর আগে গত ডিসেম্বর মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত করতে বলা হয়। এর পর থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। ফলে আপাতত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট নিরসনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থা আরো কিছুদিন চলতে থাকলে শিক্ষার্থীদের সেশনজট প্রকট আকার ধারণ করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আশরাফুল আলম বলেন, শিক্ষক সংকটের কারণে সেশনজট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। যা ইতিপূর্বে এ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করা না হলে কোনক্রমেই পরবর্তী সেমিস্টার যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বার বার চিঠি দেয়া হলেও এখনো এ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে শিক্ষক সংকট দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া যে সকল শিক্ষক শিক্ষা ছুটির অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে ফিরে আসার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।